৩০-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতিজ্ঞা করো - যতক্ষণ না সত্যযুগী স্বরাজ্য স্থাপন হবে, ততক্ষণ আমরা সুখের নিদ্রা যাবো না, নিজে পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্র করবো"

প্রশ্ন : - ড্রামাতে কোন্ মৃত্যু যেন সঙ্গম যুগের নিয়ম হয়ে গেছে ?

উত্তর : - বিজয় মালাতে আসার জন্য পুরুষার্থ করা খুব ভালো ভালো বাচ্চাও আশ্চর্যবত্ শুনন্তি, কথন্তি পরে ভাগন্তি হয়ে যায় অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য হয়ে যায় । এমন মৃত্যুও যেন সঙ্গম যুগের নিয়ম হয়ে গেছে । শ্রীমত অনুসারে না চললে মায়া হারিয়ে দেয় । বাবার হয়ে হাত যদি ছেড়ে দাও, মনে করবে মরে গেলে । তখন ভাগ্যে গন্ডী লেগে যায় ।

গীত : -- আমি তোমার দ্বারে প্রতিজ্ঞা নিতে এসেছি....

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি জীবন্মৃত বাচ্চারা এই গান শুনেছে যারা বেঁচে থেকেও বলিদান দিয়েছে । সবাই তো আর বলিদান দেয় নি । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে জীবন্মৃত হয় । যখন কেউ দত্তক নেয় বা অ্যাডপ্ট করে, তখন এক পরিবার ছেড়ে অন্য পরিবারের হয়ে যায় । বাচ্চারা জানে যে, আমরা আসুরী পরিবারে মৃত হয়ে এখন ঈশ্বরীয় পরিবারের হয়েছি । ঈশ্বর এসে আমাদের কোলে তুলে নিয়েছেন । অজ্ঞান কালে কেউ ঈশ্বরের কোলে যায় না । ধর্মের গুরুদের আশ্রয় নেয় । বল্লভাচারী শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যেমন বাচ্চাদের শ্রীকৃষ্ণের কোলে দেওয়া হয় কিন্তু সে তো হলো জড় চিত্র তাই পূজারী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বানানোর জন্য কোলে নিয়ে নেয় । এমন দত্তক তো অনেকেই নেয় । বাচ্চারা জানে যে বরাবর আমরা তাঁরই আশ্রয় নিই যা পূর্বে হয়ে গেছে । কেউ ক্রাইস্টের শরণ নেয়,কেউ আবার ইব্রাহিমের শরণ নেয় । এ কখন হয়ে গেছে, আবার তাঁরা কবে আসবেন - এ কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো । এখন তোমরা জীবন্মৃত হয়েছো । তোমাদের এখন এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে । লৌকিক বাবার কাছে যখন বাচ্চারা আসে, তখন বাবার তো একদিন মৃত্যু হয় কিন্তু বাচ্চারা থেকে যায় । এখানে তোমরা এমন বাবার শরণ নিয়েছো যেই বাবা তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে অথবা দুর্গতি থেকে সদ্গতিতে নিয়ে যান । মনুষ্য মাত্রেরই সদ্গতিদাতা একজনই । এমন নয় যে সদ্গতি কেবল তোমরাই পাও । সদ্গতি তো অবশ্যই সবাই পায় কিন্তু ড্রামা অনুসারে কেউ সতোপ্রধান, কেউ সতো, কেউ রজো, কেউ আবার তমো সদ্গতি পায় । যদিও তমোতে আসে তবুও প্রথমে এলে দুঃখ ভোগ করে না । প্রথমে অবশ্যই সুখ ভোগ করবে । অন্তিম সময় সকলেই দুঃখ ভোগ করে ।

বাবা বলেন যে, সদ্গতিদাতা পতিত পাবন একমাত্র আমি । প্রথম দিকে যে সব আত্মারা আসে তারা সুখ ভোগ করে তার পরে দুঃখে আসে । তোমরাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো এবং তমোতে আসো । তোমরাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সদ্গতি পাও । মুখ্য আট দানার তো গণনা করা হয়, তাই না । এখন তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী । বাবার যখন হয়েছো তখন কখনোই বাবাকে ছাড়বে না কিন্তু শ্রীমত অনুসারে স্মরণ যদি না করো তখন মায়া হাত ছাড়িয়ে দেয় । তিনি দত্তক তো নিয়েছেন, শুরুতে সবাই চলতে থাকে তারপর খুব ভালো ভালো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা যাদের বিজয় মালায় তিন - চার নম্বরে রাখা হতো তারাও আশ্চর্যবত্ ভাগন্তী হয়ে

গেছে । এও এই সঙ্গম যুগের নিয়ম । আশ্চর্যবত্ সুনন্তী, কথন্তী, ভাগন্তী – এ হতেই থাকবে । মানুষ বলবে, ড্রামাতে এর এভাবেই মৃত্যু ছিলো । বাবার হয়ে যদি হাত ছেড়ে দাও, মনে করবে মারা গেলে । যদিও এই দুনিয়ায় ছিলে তবুও এই দুনিয়া থেকে নির্গত হয়ে আসুরী দুনিয়াতে চলে গেলে । কোনো কারণ তো তৈরী হয়ই । যদিও বলবে ড্রামা কিন্তু শ্রীমতে না চললে মায়ার কাছে হার খেয়ে যায় । ভাগ্যে গন্ডী টানা হয়ে যায় । ঈশ্বরের হলে মায়ার সঙ্গে লড়াই শুরু হয় । বাকি দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের লড়াই হয় না । মায়াই অসুর যে জয়লাভ করে যায় ।

আচ্ছা, এখন বাচ্চারা লিখছে, রাখী বন্ধন উৎসবে কি করবে ? প্রত্যেক উৎসবের জন্য মানুষ তৈরী তো করে । রাখী বন্ধন পর্ব উপলক্ষে আগে গিয়েই রাখী বাঁধে । এর সম্পূর্ণ রহস্যও বুদ্ধিতে থাকা উচিত । আগে তো ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মণীরা রাখী বাঁধতো । এখন এই নিয়ম হয়েছে যে বোনেরা ভাইকে রাখী বাঁধে । আসলে ব্রাহ্মণরা রাখী বাঁধতো কারণ ব্রাহ্মণ উচ্চ জাতি, স্বচ্ছ এমন গায়ন আছে । প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের থেকেও উঁচু কিন্তু ড্রামা অনুসারে সন্ন্যাসীরা এই সময় উঁচু হয়ে গেছে । আগে ব্রাহ্মণরা রাখী বাঁধতো । আবার জন্মাষ্টমীর সময় তাঁরা রাখী খোলে । দ্রৌপদীর জন্য যেমন বলা হয় --- চুল খুলে দিয়েছিলো । ঋষিদের জটাও সবসময় খোলা থাকে । স্ত্রী পতিব্রতা হলে তার চুল বেঁধে রাখে । দ্রৌপদী চুল খুলে রেখেছিলেন কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতক্ষণ না নিজের রাজ্য ফিরে পাবেন ততক্ষণ নিজের চুল বাঁধবেন না । এখন বাচ্চারা, তোমাদেরই কেবল অর্থ বুঝিয়ে বলা হয় । যতক্ষণ না আমরা স্বরাজ্যের অধিকার নেবো, ততক্ষণ সুখের নিদ্রা যাবো না । গাওয়া হয় তো – আরাম হলো হারাম । ভিতরে এই উদ্যম থাকা চাই যে, যতক্ষণ না আমরা স্বরাজ্যের অধিকার নিচ্ছি, ততক্ষণ সুখ কোথায় ? সুখ তো ভবিষ্যতে পাবো, তারজন্য এখন পুরুষার্থ করতে হবে । এখন তোমরা জানো যে রাখী বন্ধন অর্থাৎ পবিত্র থাকার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করছি । রাখী অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার কথা । এখন এই উৎসব কবে থেকে শুরু হয়েছে ? কেন শুরু হয়েছে ? কে রাখী বন্ধনের রায় বের করেছিলেন ? কোনো একজন এই রায় বের করেন, তারপর তার নাম হয়ে যায় । তাহলে এ হলো পবিত্রতার নিদর্শন । বোন তো হলো কুমারী । কুমারীরাই রাখী বাঁধে । তোমরা গৃহস্থরাও গিয়ে বাঁধো । কুমার হলো কুমার । কুমারই হোক বা বিবাহিতই হোক, বোনেরা ভাইকে রাখী বাঁধে । বিয়ে করলো অথচ পবিত্র থাকবে এ বড়ই মুশকিল । ভগবান বলেন যে, এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো, তাও থাকতে পারে না । তাই বোনেদের দ্বারা কুমার ভাইদের রাখী বাঁধা উচিত যে প্রতিজ্ঞা করো, আমরা কখনোই বিষ পান করবো না । যারা বিকারী তারা তো কখনোই বিকার ত্যাগ করবে না । ভগবানের নির্দেশও তারা মানে না । তাই কুমার – কুমারীদের এই নিয়ম চলে আসছে । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, এই নিয়মও এই সঙ্গম যুগের । সত্যযুগে তো সবই পবিত্র । ওখানে রাখী বাঁধার প্রয়োজন হয় না । এমন নয় যে সত্যযুগ থেকে নিয়ে এই নিয়ম চলে আসছে । অনেক উৎসবই এই সঙ্গম যুগের । লক্ষ্মী – নারায়ণের উৎসবও এখন পালন করা হয় কিন্তু এখন তার কোনো মহত্ব নেই । কৃষ্ণ জয়ন্তী মানুষ পালন করে কিন্তু প্রথমে বলো যে কৃষ্ণকে এমন কে বানিয়েছিলো ? বেচারারা জানে না । এও পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে । সমস্ত উৎসবই হলো এই সময়ের । সত্যযুগে এমন কিছু হয় না । দ্বাপরের কিছু সময় পরে শুরু হয় । দীপমালার উৎসবও সত্যযুগে পালন করা হয় না, যা এখন পালন করা হয় । এখন পালন করার অর্থ হলো অন্য । উৎসবের গুরুত্ব কবে থেকে – এ হলো বোঝার কথা । বাচ্চাদের বোঝানো হয়, এই উৎসব হলো এই সময়ের, যখন শিব জয়ন্তী হয় । শিব জয়ন্তীর পরে হয় রাখী । পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করে এইসময়, যে এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো – ভারতকে অথবা এই বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য ।

বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এই রাখী বন্ধনের অনেক গুরুত্ব । প্রতিজ্ঞা করা হয় – আমরা কখনোই পতিত হবো না । এখন তোমরা পবিত্র হও তাই তোমাদের অর্থাত এই পবিত্র কুমারীদেরই অধিকার থাকে রাখী বন্ধনের । ভাইদের সর্বদা পবিত্র রাখার জন্য রাখী বাঁধতে হবে আর গৃহস্থদেরও পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করাতে হবে । মানুষ তো বলে যে --- হে পতিত পাবন, এসো । তাই যাঁর নামে গাওয়া হয়, তিনিই প্রতিজ্ঞা করান যে পতিত থেকে পবিত্র হও । বাবা এসেই এই প্রতিজ্ঞা করান । শিব জয়ন্তীর পরে হলো রাখী বন্ধন । হোলিও জ্ঞানের উৎসব । হোলি এবং ধুরিয়া দুইই এই সময়ের । হোলি অর্থাত্ পবিত্র হও আর ধুরিয়া অর্থাত্ জ্ঞান ধারণ করো । ওরা আবার নুড়ি – পাথর – গোবর বানিয়ে কি না করে । তাই পতিত পাবন বাবা এসেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন ।

যারা জীবন্মৃত হয় তাদের মধ্যেও প্রকৃত সন্তান আর নামমাত্র সন্তান থাকে । প্রকৃত সন্তান যারা তাদের হিসেব – নিকেশ অবশ্যই বাবার কাছে থাকে । বাবা অবশ্যই তাদের সমস্ত কাজ – কারবার, সম্পত্তি ইত্যাদি জানবেন । তারাই বাবার প্রকৃত সন্তান যাদের বাবার প্রতি সম্পূর্ণ প্রেম থাকে । এই প্রকৃত সন্তানও নম্বর অনুসারে হয় । আবার নামমাত্র সন্তানও নম্বর অনুসারে হয় । কেউ কুপুত্র আবার কেউ সুপুত্র তো হয়ই । এই শিব জয়ন্তীও সঙ্গম যুগে হয় । সঙ্গম যুগেরও সময় দেওয়ার প্রয়োজন । যেমন লিপ মাস বলা হয়, তেমনই লিপ সেঞ্চুরীও একশো বছরের । এ অনেক উচ্চ লিপ সেঞ্চুরী । বিংশ শতাব্দী বলা হয় তো । এর মধ্যেও এই শতাব্দী, যখন বাবা আসেন, একে সঙ্গম সেঞ্চুরী বলা হবে । এই উথাল – পাতাল হতেও সময় লাগে । দীপমালাও এখনকারই । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, শিব জয়ন্তীর পরেই হলো পবিত্রতার কথা । শুরুর থেকেই পবিত্রতার উপর ঝগড়া চলে আসছে । পবিত্রতার সাথে এই জ্ঞান আর যোগের ধুরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই চলে । খুব ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করা দরকার । জ্ঞানের ধুরিয়াও চলতে থাকে । তোমাদের উপর এই জ্ঞানের বর্ষণ হতেই হতেই থাকবে । এই পবিত্রতার জন্যই ঝগড়া চলতে থাকে । সবাই বলে যে, ইনি কে এলেন, যিনি বলেন ঘর – গৃহস্থীতে থেকেও পবিত্র থেকে দেখাও । সন্ন্যাসীরা তো সব ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যায় । গোপীচন্দ্র রাজারও কাহিনী আছে । তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো – তুমি রাজ্য – ভাগ্য কেন ছেড়ে দিলে ? তিনি বললেন – প্রভু মিলনের জন্য ছেড়েছি । এর উপর ভালো ভালো গানও গাওয়া হয় । এখানে তো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে । এই পবিত্রতার উপরই সমস্ত খিটখিট চলতে থাকে । বাচ্চারা কি ভক্তি করেছে ? বাবা চট্ করে সবাইকে সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছেন, তখন তারা মনে করতো, এ জাদু । একে বলা হয় শিববাবার চরিত্র । বসে বসে অদৃশ্য হয়ে যেতো – একেও ড্রামাই বলা হবে । একজন আর একজনকে দেখলো এবং ধ্যানে চলে গেলো । এ সমস্ত চরিত্র পরমপিতা পরমাত্মার, কৃষ্ণের নয় । কৃষ্ণের নাম নিয়ে সবাই তাঁর বদনাম করেছে । ভাগবতে কি সব কথা লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স, তাঁর সম্বন্ধে গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করেছিলো -- এই, এই করেছিলো, এমন চরিত্রের গায়ন করা তো উচিত নয় । দুনিয়ার মানুষ মনে করে বরাবর কৃষ্ণ এমন কাজই হয়তো করেছিলেন । তারপর বলে দেয়, কৃষ্ণের শরীরে কোনো আত্মা হয়তো এসেছিলেন – যিনি জ্ঞান শুনিয়েছিলেন । কিন্তু এমন তো হতেই পারে না । তিনি তো নামিদামী ছিলেন, তারপর রথ দেখানো হয় । রথে কৃষ্ণকে দেখানো হয় । ঘোড়ার গাড়িতে বসে কি পাঠশালা চালানো যায় ? এ হলো রাজযোগের পাঠশালা । কোথায় ওই যুদ্ধের ময়দান দেখানো হয় আর কোথায় তোমাদের এই যুদ্ধ । এ হলো মায়ার উপর জয় পাওয়ার যুদ্ধ । তাই বাচ্চারা, তোমাদের রাখী বন্ধনের উপর বোঝাতে হবে । রাখী বন্ধন, অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করার জন্য পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন । তোমরা হলে

ব্রহ্মাকুমারী, যাদের গায়ন আছে । তারাই কুমারী যারা ২১ কুলের উদ্ধার করে । এ হলো সঙ্গমের কথা । এরপর এই উৎসব সত্যযুগ আদিতে চলে না । রাখী বন্ধনের পরেই হলো কৃষ্ণ জয়ন্তী, কেননা সত্যযুগে প্রথম নম্বরে জন্ম হবে কৃষ্ণের । তাঁরও রাজধানী থাকে । ওরা এইসময় প্রতিজ্ঞা করে শ্রীকৃষ্ণের কুলে যাবার জন্য । এ হলো রাজযোগ । তোমরা এতে নর থেকে নারায়ণ হও । লক্ষ্মী – নারায়ণের জীবন কাহিনী লেখা নেই । বাবা বুঝিয়েছেন যে, রাধা –– কৃষ্ণই হলো লক্ষ্মী – নারায়ণের জীবন কাহিনী । কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা হয় । আচ্ছা, নারায়ণ জয়ন্তী কোথায় ? কারণ তো আছেই, তাই না । রামকে কৃষ্ণের উপরে ত্রেতা যুগে দেখানো হয় । ও ষোল কলা আর এ হলো চোদ্দ কলা । সম্পূর্ণ খেলাই দ্বিধায় পূর্ণ । মহত্ব হলো এই যুগের । এমন মনে করো না যে, দীপমালা সত্যযুগে শুরু হয় । সত্যযুগে তো হলোই পবিত্র দুনিয়া । সমস্ত আত্মাই জাগ্রত অবস্থায় থাকে । উৎসব সবই হলো এই সময়ের । এখন তোমরা সকলের বায়োগ্রাফিই জানো । শিববাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের বলেন যে, এখন পবিত্র হও । তোমরা আত্মারা এখন ময়লা হয়ে গেছো । সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত, তাই অনেক মানুষই বলে দেয় যে , ডিম বা মাছ খেলে কোনো ক্ষতি নেই । সকলেরই তো নিজের নিজের নিয়ম আছে । আগে কালীর কাছে মানুষকে বলি দেওয়া হতো । শিবকে তো কালো বলা হবে না, না কালো বলা হবে শঙ্করকে । হ্যাঁ, ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর দুই রূপ গোরার থেকে কালো হয় । এইসব কথা বাবা বসে বোঝান । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্নেহ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালোবাসা রেখে প্রকৃত সন্তান হতে হবে । নিজের সম্পূর্ণ খবর বাবাকে জানাতে হবে । কখনোই কুপুত্র হওয়া যাবে না ।

২) রাখী বন্ধনের যথার্থ রহস্য বুদ্ধিতে রেখে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । মায়ার কাছে কখনোই হেরে যাবে না । পবিত্রতার শক্তিতে স্বরাজ্য নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে ।

বরদান : - রুহানিয়তের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার এবং সুন্দর স্বভাবের মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব

কোনো কোনো বাচ্চা খুবই হাসি ঠাট্টা করে আর তাকেই আনন্দের মনে করে । এমন আনন্দের গুণ ভালো মনে করা হয় কিন্তু ব্যক্তি, সময়, সংগঠন, স্থান এবং বায়ুমণ্ডল অনুযায়ী এই আনন্দ ভালো লাগে । যদি এই সব জিনিসেরই উপযুক্ত আনন্দ দান না হয়, তাহলে এই আনন্দ দানও ব্যর্থের লাইনে গোনা হবে আর সার্টিফিকেট মিলবে যে, এ খুব হাসায় কিন্তু খুব কথা বলে, এই কারণে সেই হাসি – আনন্দই ভালো যাতে রুহানিয়ত থাকবে আর আত্মার জন্য লাভজনক, বাণী যদি সীমার ভিতরেই থাকে, তাহলে তাকেই বলা হবে মর্যাদা পুরুষোত্তম ।

স্লোগান : – সদা সুস্থ থাকতে হলে আত্মিক শক্তিকে বাড়াও ।